জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০১

ঢালকানগরের পীর আব্দুল মতীন বিন হোসাইন সাহেবের একটি বয়ান বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ৩১শে মে ২০১৯ ইং, ২৬ নং তারাবি বাদ বয়ান। বয়ানটি শুরু হয়েছিল একটি হাদিস দিয়ে, যাতে যিকিরকারীকে জিহাদকারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এরপর সেখান থেকে হযরতওয়ালা শুরু করেছেন মুজাহিদদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য।

হযরতওয়ালার ভাষায় মুজাহিদ হচ্ছে:

এমন কতক জযবাতি লোক, যারা তাদের পাগলামী ও জযবাকে, তাদের বুঝ-বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে- শরীয়তের ফায়সালার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না; যারা কুরআন-সুন্নাহ ও উলামায়ে দ্বীনের ফায়সালার অনসরণের স্থলে নিজেদের খাহেশের অনুসরণকে অগ্রাধিকার দেয়; যারা হত্যা ও খুন করে উল্লাসবাজি করে; দ্বীন যিন্দা করার নামে এদিক সেদিক বোম মেরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে; যাদের দ্বারা উম্মাহর ফায়দার স্থলে ক্ষতি হচ্ছে বেশি এবং যাদের সীমালঙ্গনের কারণে সারা বিশ্বে মুসলমানগণ অনিরাপত্তায় ভুগছে।

মোটামুটি হযরতওয়ালার যবানে এ হচ্ছে মুজাহিদদের

পরিচিতি। হযরতওয়ালার ভাষায়: কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এ ধরণের জিহাদনামী ফাসাদের প্রচার ঘটছে। আরো বলেন, এ পথে তারা যে কুরবানি পেশ করছে তা বন্ধ করে যদি তারা লোকদের দাওয়াত দিত, তাহলে এর চেয়ে লাখো-কোটি গুণ বেশি ফায়দা হতো।

এ প্রসঙ্গে তিনি বড় চার ইমামের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। প্রথমে ইমাম মালেকের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন,

“তিনি মোট কয়টা জিহাদ করছেন? ... করছিলেন কোনো জিহাদ? হ্যাঁ !? (ধমক ও আপত্তির সুরে।)”

এরপর ইমাম আহমাদ রহ. ও খালকে কুরআনের ফিতনা প্রসঙ্গ এনে বলেন,

“ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সেই নিজের সহী মসলক প্রচার করতে থাকছেন। কিন্তু ঐ যারা কুরআন মাখলূক বলছিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কি করছিলেন!? তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরছিলেন?!”

এরপর ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. এর প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি,

“বড় কঠিন জুলুমের শিকার হইছেন। ... রক্তাক্ত হইছেন। কিন্তু কোথায় কোন্ জিহাদ করছেন যে, ভক্তরা আস! অস্ত্র ধর! তলোয়ার লও?! জিহাদ করছিলেন?!”

এভাবে তিনি চার ইমামের প্রসঙ্গ এনে শেষে বলেন,

“এরা জিহাদ কয়টার মধ্যে যোগ দিছে? ব..ল.. ভাই। তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?”

শেষমেশ বক্তব্য, এমন কিছু জযবাতি লোকের সীমালঙ্গনের কারণে সারা *দুনিয়াতে মুসলমান আজ অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গভরে এভাবে তিনি যতটুকু পেরেছেন মুজাহিদদের অপমান করার চেষ্টা করেছেন।

এ হল জিহাদ ও মুজাহিদিনের ব্যাপারে হযরতওয়ালার আকিদা ও বক্তব্য।

অভিব্যক্তি:

আব্দুল মতীন সাহেবের পীর হাকিম আক্তার সাহেব রহ.। হাকিম আক্তার সাহেব রহ. জিহাদ ও মুজাহিদদের কতটুকু ভালবাসতেন এবং তালেবানদের তিনি কি পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তা অনেকের আশাকরি জানা আছে। শুনেছি জিহাদের কথা বলার কারণে আব্দুল মতীন সাহেব নিজ পীরের প্রতি একবার অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যদি এমনটাই হয়ে থাকে তাহলে তিনি জিহাদবিদ্বেষী হবেন স্বাভাবিক। মুজাহিদদের নিয়ে কটাক্ষ করবেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন (যেমনটা অন্য দশজন জিহাদবিদ্বেষী করে থাকে) এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হল, তারা তাদের এ ধরণের বদ আকীদাকে শরীয়তের আবরণে চালিয়ে থাকে। বাতিল কখনই নিজেকে সরাসরি হকের বিরুদ্ধে দাড় করায় না। বরং বাতিলকে হকের আবরণে পেশ করে। আর এভাবেই এদের দ্বারা জনগণ বিভ্রান্ত হয়। **শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) কত বাস্তব কথাই না বলেছেন,**

ولا يشتبه على الناس الباطل المحض؛ بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق. اهـ

"নিরেট বাতিলের দ্বারা লোকজন সংশয়ে পড়ে না। (সংশয়ে পড়ার জন্য) বরং কিছুটা হকের সংমিশ্রণ আবশ্যক।"-

মাজমুউল ফাতাওয়া ৮/৩৭

হযরতওয়ালারা যদি সত্য করে বলতেন যে, আমরা জিহাদ অপছন্দ করি বা জিহাদে জান-মালের আশঙ্কা তাই আমরা তা করতে রাজি না, খানকার আরামের জিন্দেগি আমরা ছাড়তে পারবো না, তাহলে কেউই তাদের কথা সমর্থন করতো না। কেউ তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হতো না। কিন্তু দুঃখজনক হল, তারা নিজেদের দুর্বলতা গোপন রেখে নিজেদের বাতিল অবস্থানটির পক্ষে চতুরতার সাথে এমন কিছু যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরে, যেগুলোর অসাড়তা সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে না। আর এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টিরই আশঙ্কা করে গেছেন। **তিনি ইরশাদ করেন,**

إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين (سنن ابي داود: 4254، جامع الترمذي 2229، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ)

“গোমরাহকারী ইমাম-নেতাদের তরফ থেকে আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।”- আবু দাউদ ৪২৫৪, তিরমিযি ২২২৯

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

الأئمة: جمع إمام وهو مقتدى القوم ورئيسهم، ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد. اهـ

"... ইমাম-নেতা হচ্ছে কওমের অনুসৃত ব্যক্তি এবং তাদের প্রধান। তাছাড়াও এমন ব্যক্তি, যে কওমকে কোন কথা, কাজ বা আকীদার দিকে দাওয়াত দেয়।"- মিরকাত ১৫/৩৫৫

ইমামের এ ব্যাপক অর্থে আমাদের অনেক হযরতওয়ালাও পড়বেন, যাদের দ্বারা উম্মত বিভ্রান্ত হবেন বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করে গেছেন। আজ আমরা এরই বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াইলাল্লাহিল মুশতাকা!

যিকির প্রসঙ্গ:

যিকিরের ব্যাপারে আগেও কথা হয়েছে। তাই এ নিয়ে কথা বাড়াবো না। তবে জিহাদের ফজিলতের ব্যাপারে **সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করছি-**

عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه و سلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز و جل ؟ قال (لا تستطيعوه) قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول (لا تستطيعونه) وقال في الثالثة (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت

بآيات الله لا يفتر من صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى)

“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হল, এমন কি আমল আছে যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমান হতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা তা করতে সক্ষম নও। এভাবে দুই/তিন বার তারা একই প্রশ্নটি করলো আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারেই জওয়াব দিলেন, তোমরা তা করতে সক্ষম নও। শেষে তৃতীয়বারে বললেন, রোযাদারের দৃষ্টান্ত হল এমন এক (ইবাদতগুজার) ব্যক্তির মতো যে (দিনভর) অনবরত রোযা রেখে চলেছে এবং আল্লাহ তাআলার (কুরআনের) আয়াতগুলোর (তিলাওয়াতের) মাধ্যমে খুশু-খুজুর সাথে (রাতভর) অনবরত নামায পড়ে চলেছে। আল্লাহর পথের মুজাহিদ (জিহাদ থেকে) ফিরে আসা পর্যন্ত সে রোযা ও নামাযে একটুও বিরতি দিচ্ছে না।”- সহীহ মুসলিম ১৮৭৮

খানকাহবাসীরা জয়ীফ-মুনকার হাদিসগুলো বাদ দিয়ে যদি এসব সহীহ হাদিসের দিকে তাকাতেন তাহলে সহজেই মুজাহিদের ফজিলত বুঝতে পারতেন। এ হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই জানিয়ে

দিয়েছেন যে, তোমাদের পক্ষে অন্য কোন আমলের মাধ্যমে জিহাদের সমান সওয়াব লাভ করা সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরামের বার বার প্রশ্নের জওয়াবের তিনি এমন একটি আমলের কথা বলেছেন, যা কেউ করতে সক্ষম নয়। আর তা হল, লাগাতার রোযা এবং এক মূহুর্তও বিরতি ব্যতীত লাগাতার খুশু-খুজুর সাথে নামায। উদ্দেশ্য, এ আমল তোমরা করতেও পারবে না, মুজাহিদের জিহাদের সমান সওয়াবও লাভ করতে পারবে না।

ইমাম নববি রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,

وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال وقد جعل المجاهد مثل من لايفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لايتأتى لأحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لاتستطيعونه. اهـ

“এ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদের ফজিলত মহা ফজিলত। কেননা, নামায, রোযা ও আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের আনুগত্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আর এখানে মুজাহিদকে গণ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তির মতো যে এগুলো থেকে এক পলকও বিরত হয় না। আর সকলেরই জানা কথা যে, এটা কারও দ্বারাই সম্ভব নয়। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা তা করতে সক্ষম

নও’।”- আলমিনহাজ ১৩/২৫

যখন লাগাতার নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাও মুজাহিদের সমান সওয়াব পাওয়া যাচ্ছে না- অথচ এগুলো সকল যিকির এবং সকল আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আমল- তাহলে এমন কোন যিকিরকারী আছে যে তার যিকিরের দ্বারা মুজাহিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে!?

বুঝা গেল, সকল নফল নামাযীর নামায, সকল নফল রোযাদারের রোযা এবং সকল যিকিরকারীর যিকিরের চেয়েও মুজাহিদের জিহাদের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। কিন্তু এ ধরণের ফজিলত যেহেতু সহীহ হাদিসে এসেছে, তাই এগুলো হযরতওয়ালাদের নজরে পড়ে না!!

যাহোক, এখন কথা হল, কোনো কোনো হাদিসে যে জিহাদের চেয়ে যিকির শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে-হাদিস সহীহই হোক আর জয়ীফই হোক- তার কি জওয়াব?

উত্তর:

এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র পোস্টে আলোচনা হয়েছে। তাই কথা বাড়াবো না। সংক্ষেপ উত্তর হল যা হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) দিয়েছেন: যে জিহাদে আল্লাহ তাআলার ইয়াদ, যিকির, আজমত ও ইস্তিহজার নেই তার চেয়ে আজমত, মহব্বত ও ইস্তিহজারওয়ালা যিকির শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে যে জিহাদ আল্লাহর ইয়াদ, যিকির ও আজমতের সাথে হয় তা সকল প্রকার যিকিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর স্পষ্ট যে, জিহাদ সাধারণত আল্লাহ তাআলার ইয়াদ সহই হয়ে থাকে। যে মুজাহিদের উপর বিমান থেকে মিসাইল ছোঁড়া হচ্ছে, যার সম্মুখে শত্রুর শতটি ট্যাংক ধেয়ে আসছে, যার ডান-বাম সকল দিক দিয়ে শো শো শব্দে বুলেটগুরো ছুটে যাচ্ছে, যার সামনে তারই দশটি ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে- তার আল্লাহর ইয়াদের সাথে খানকাহর যিকিরের কি-ই বা তুলনা হতে পারে? শত বৎসর খানকাহয় পড়ে থাকলেও মুজাহিদের এমন একটা মূহুর্তের যিকিরের সমান হবে কি’না সন্দেহ! আর জান-মাল বিলিয়ে দেয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম।

হ্যাঁ, কিছু মুজাহিদ এমন থাকাও অসম্ভব নয় যে, জিহাদের এমন ভয়াবহ ময়দানেও তাদের আল্লাহর ইয়াদ হয় না। দুনিয়ার মহব্বতই তাদের উপর চড়াও হয়ে আছে। তাদের কথা ভিন্ন। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গ আসবে। হযরতওয়ালা এ প্রসঙ্গে কেমন অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০২

আইম্মায়ে আরবাআর যামানায় জিহাদ প্রসঙ্গ:

হযরতওয়ালা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দলীল দিয়েছেন আইম্মায়ে আরবাআ (আবু হানিফা, মালেক, শাফিয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল) রাহিমাহুমুল্লাহর সীরাত দিয়ে। হযরতওয়ালার দাবি,

তারা বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করেছেন, তথাপি তাদের কেউ জিহাদ করেননি। তাহলে জযবাতিরা জিহাদ কোথায় পেল? তার অবস্থানকে মজবুত করতে তিনি এ প্রশ্নও রেখেছেন, "তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?"

প্রথমে বলে নিই, বর্তমান মুসলমানগণ মৌলিকভাবে দু ধরণের কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন:

এক. দখলদার প্রকাশ্য কাফের। যেমন- ইয়াহুদ, নাসারা, রাফেযী, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি।

দুই. মুসলিমনামধারী গণতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক তাগুত-মুরতাদ শাসক শ্রেণী।

হযরতওয়ালার বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, উভয় প্রকার মুজাহিদদেরই তিনি জযবাতি-খাহেশপূজারি আখ্যা দিয়েছেন।

শুধু বিশেষ কোন মুজাহিদ দল তার উদ্দেশ্য না। এক কথায়- চলমান বিশ্বের সকল মুজাহিদকেই তিনি আক্রমণের নিশানা বানিয়েছেন। আমার ভুল হয়ে থাকলে হযরতওয়ালারা ইচ্ছে করলে সংশোধন করে দিতে পারবেন।

***

আইম্মায়ে আরবাআ জিহাদ করেছেন কি করেননি সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কয়েকটি মৌলিক কথা বলা জরুরী মনে হচ্ছে:

এক.

হযরতওয়ালা দলীল হিসেবে আইম্মায়ে আরবাআকে বেছে নিলেন কেন? কুরআন, সুন্নাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সীরাতে কি এর কোন দলীল বা নজীর বিদ্যমান নেই যে, সব কিছু বাদ দিয়ে আইম্মায়ে আরবাআকে ধরতে হচ্ছে? আইম্মায়ে আরবাআর কথা-কাজ তো শরীয়তের দলীল নয়। আইম্মায়ে আরবাআ স্বয়ং নিজেরাই যে কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে সাহাবাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন,

হযরতওয়ালা সেগুলোকে দলীলরূপে পেশ করতে নারাজ হলেন কেন? তিনি তো বলতে পারতেন:

“ওহে জযবাতির দল! তোমরা যে জিহাদ জিহাদ কর, কুরআনে কোথায় জিহাদের কথা আছে? হাদিসের কোথায় জিহাদের কথা আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জীবনে কোনো জিহাদ করেছেন? কোনো সাহাবি কি জীবনে কোনো জিহাদ করেছেন? তাদের কেউ তো কোন একটা জিহাদও করেননি, তাহলে তোমরা জিহাদ কোথায় পেলে?”

এভাবে কুরআন সুন্নাহকে তিনি দলীলরূপে পেশ করতে পারতেন না কি? কিন্তু কেন করলেন না?

এর উত্তর মোটামুটি সকলের কাছেই পরিষ্কার যে- কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে সাহাবা দেখতে গেলে দেখা যাবে: কুরআনের পাতায় পাতায় জিহাদের কথা, হাদিসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিহাদের কথা, রাসূলের সমগ্র জিন্দেগিই জিহাদ, প্রত্যেকজন সাহাবিই মুজাহিদ। এদিকে হাত দিতে গেলেই মুশকিল।

অধিকন্তু তখন প্রশ্ন আসবে যে, রাসূল কি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? কোনো সাহাবির কি কোনো খানকাহ বা কোনো মুরীদ ছিল? যদি না থাকে, তাহলে ওহে হযরতওয়ালারা, তোমরা খানকাহ কোথায় পেলে?

দুই.

প্রথম ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জন্ম ৮০ হিজরিতে আর চতুর্থ ইমাম আহমাদ রহ. এর ইন্তেকাল ২৪১ হিজরিতে। এর মাঝখানে সময় হল ১৬১ বছর। বলতে গেলে সাহাবায়ে কেরামের পর বিশ্বজোড়া ইসলামের বিজয় এ সময়টাতেই হয়েছে। উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফারা কাফের রাষ্ট্রগুলো বিজয় করে ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত করেছেন। হযরতওয়ালার কাছে প্রশ্ন: এ বিজয়গুলো কিভাবে হয়েছে? বাহিনি পাঠানো হয়েছিল কি'না? অস্ত্র চালানো হয়েছিল কি'না? যুদ্ধ হয়েছিল কি'না? মানুষ হত্যা হয়েছিল কি'না?

যদি বলেন, এগুলোর কিছুই হয়নি, যিকিরের দ্বারা বিজয়

হয়েছিল: তাহলে লোকজন আপনাকে পাগল বলবে। অতএব, না বলে উপায় নেই যে, এসব কিছুই হয়েছিল।

প্রশ্ন হল, সেগুলো জিহাদ ছিল কি'না? সেগুলোতে উলামায়ে কেরামের সম্মতি ও অংশগ্রহণ ছিল কি'না? সেগুলো উলামায়ে কেরামের নির্দেশনায় শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হতো কি'না? মুজাহিদিনে কেরামের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল উলামায়ে কেরাম বলতেন কি'না? তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ কাজি সাহেবগণ মীমাংসা করতেন কি'না? গনিমতের মাল এবং গোলাম-বাঁদি কাজি সাহেবগণের তত্ত্বাবধানে বণ্টন হতো কি'না? না বলে উপায় নেই যে, এ সব কিছুই হয়েছে।

হযরত ওয়ালার কাছে আরো প্রশ্ন: এসব জিহাদ আইম্মায়ে আরবাআর সামনেই সংঘটিত হয়েছিল কি'না? তাদের সম্মতি ছিল কি'না?

না বলে উপায় নেই যে, তাদের সম্মতিতেই হয়েছিল। বরং

বলতে গেলে হানাফি, মালেকি, শাফিয়ি ও হাম্বলিরা এবং আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদ ও ভক্তবৃন্দরাই এসব জিহাদ করেছে, আর আইম্মায়ে আরবাআ মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় মাসায়েল বলে ও সংকলন করে মুজাহিদদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। এগুলো অস্বীকার করার কোন জু নেই। যদি তাই হয়, তাহলে জযবাতিরা জিহাদ কোথায় পেল- এ প্রশ্নের আর উত্তর দেয়ার দরকার নেই আশাকরি। আইম্মায়ে আরবাআসহ অন্য সকল উলামায়ে কেরামের সামনে এবং তাদের প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ নির্দেশনা ও তত্বাবধানে যেসব জিহাদ হতো, জযবাতিরা সেগুলোই যিন্দা করছে- যখন হযরতওয়ালারা সেগুলো মিটিয়ে দিয়েছে।

তিন.

এ সময়কালে জিহাদ ফরযে আইন ছিল না'কি ফরযে কিফায়া ছিল?

উত্তর: ফরযে কিফায়া ছিল। কারণ, তখন কোন মুসলিম ভূমি কাফের মুরতাদদের দখলে ছিল না। সাময়িক সময়ে যদি

কোথাও কাফেরদের থেকে আক্রমণ হতো, মুসলমানগণ দ্রুত তা প্রতিহত করে দিতেন। মুসলিম ভূমি কাফেরদের দখলে থেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো না। বরং মুসলমানগণ নতুন নতুন বিজয়াভিযান পরিচালনা করে দিন দিন কাফেরদের ভূমি দখল করতে থাকতেন। মোটকথা তখন জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল, ফরযে আইন ছিল না। আর ফরযে কিফায়ার বিধান আমাদের জানা আছে যে, কতক মুসলমান জিহাদ করতে থাকলে বাকি মুসলমানদের উপর জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক থাকে না। ইচ্ছে করলে বের হতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে অন্যান্য কাজ-খেদমতেও মশগুল থাকতে পারেন। এ সময়ে জিহাদ উত্তম না'কি ইলম নিয়ে মশগুল থাকা উত্তম তা একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। কারও কারও মতে জিহাদ উত্তম, আবার কারও কারও মতে ইলমী মাশগালা উত্তম।

যেহেতু সে সময়ে জিহাদ ফরযে আইন ছিল না, তাই যার ইচ্ছা জিহাদ করতেন, যার ইচ্ছা ইলমসহ অন্যান্য খিদমত করতেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটাতেই কোন বাধা নিষেধ নেই। পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম ভূমিগুলো কাফের-মুরতাদদের দখলদারিত্বের শিকার হওয়ায় জিহাদ ফরযে

আইন। মা’জূর নয় এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদে শরীক হওয়া নামায-রোযার মতোই ফরযে আইন। এ সময়ে কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আইম্মায়ে আরবাআর যামানা তার ব্যতিক্রম ছিল। অতএব, সে যামানার কোন আলেম যদি জিহাদে শরীক নাও হতেন, তাহলেও তা এ বিষয়ের দলীল হতো না যে, আলেমদের জন্য বা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য জিহাদ নাজায়েয। তখন জিহাদও ফরযে কিফায়া ছিল, ইলমও ফরযে কিফায়া ছিল। যার যেটা ইচ্ছা করতেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা ব্যতিক্রম। এ সময়ে জিহাদ একেবারে তরক করে দিয়ে অন্যান্য খিদমতে লিপ্ত থাকা নাজায়েয। আইম্মায়ে আরবাআর যামানা দিয়ে বর্তমান যামানার উপর আপত্তি করা হযরতওয়ালাদের ইলমী কমতি বরং জাহালত ও অজ্ঞতার প্রমাণ।

চার.

আইম্মায়ে আরবাআ যদি জিহাদ না করে থাকেন (অবশ্য তাদের ব্যাপারে এ কথা সঠিক নয়, আমরা পরে তা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ), তাহলে এর দ্বারা জিহাদ হারাম প্রমাণ

হয় না। বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ব্যক্তির জন্য জিহাদ না করে থাকার বৈধতা আছে। স্বয়ং আইম্মায়ে আরবাআর যামানাতেই আরো শত-হাজারো উলামা জিহাদ করে গেছেন। যদি আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ না করার দ্বারা জিহাদ হারাম প্রমাণিত হয়, তাহলে তখনকার সময়ে যেসকল উলামা ও মুসলমান জিহাদ করেছেন, তারা কি সব হারাম করেছেন? তখন যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে সেগুলো কি সব হারাম হয়েছে? বরং প্রমাণিত আছে যে, আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদগণই সেসব জিহাদ করেছেন এবং আইম্মায়ে আরবাআ সেগুলো সমর্থন করে গেছেন। এরপরও হযরতওয়ালারা কিভাবে যে আইম্মায়ে আরবাআকে জিহাদের বিপক্ষে দাড় করাচ্ছেন এবং জিহাদ হারাম সাব্যস্থ করছেন বোধগম্য নয়।

পাঁচ.

আইম্মায়ে আরবাআসহ তখনকার সকল উলামা-মাশায়েখ মূলত জিহাদি ছিলেন। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিভিন্নভাবে তারা জিহাদ করে গেছেন ও সমর্থন করে গেছেন। তাদের জিহাদি

খিদমাতগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরির ছিল। যেমন:

ক. তখনকার বহু ইমাম সরাসরি জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। যেমন- আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ ও ফিকহি বোর্ডের অন্যতম সদস্য, আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৭/৩৬৫, ৩৭৬]; ইমাম মালেক, কাযি আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. (২১৩ হি.)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৮/৩৫০-৩৫১]।

খ. অনেকে রিবাত তথা সীমান্ত পাহারার জন্য দূর-দূরান্তের সীমান্তে চলে গেছেন এবং রিবাতরত অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেছেন। যেমন- ইমামু আহলিশ শাম ইমাম আওযায়ী রহ. (১৫৭ হি.)। [দেখুন: আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া- ইবনে কাসীর: ১০/১২৮]; হাফেয আবু ইসহাক আলজাওহারি রহ. (২৪৭ হি.) (ইমাম মুসলিমসহ সুনানে আরবাআর সকলেই যার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৯/৫১০-৫১১]।

গ. জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং জিহাদের প্রয়োজনীয় মাসআয়েল বয়ানের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব লিখে দিয়েছেন। যেমন: কিতাবুল জিহাদ- ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.); আসসিয়ারুস সগীর ও আসসিয়ারুল কাবীর- ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.)।

ঘ. হাদিসের কিতাবাদিতে জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলো স্বতন্ত্রভাবে এবং স্বতন্ত্র ও *উপযুক্ত শিরোনামে বিভক্ত করে করে বর্ণনা করেছেন; যেন মুজাহিদদের হাদিসের প্রয়োজনও পূরণ হয়, হাদিস থেকে উদঘাটিত মাসআলারও অবগতি হয়। যেমন: কিতাবুল আসার- আবু হানিফা, মুআত্তা- মালেক, কুতুবে সিত্তাহ ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদিসের কিতাব।

ঙ. ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহের কিতাবাদিতে কিতাবুল জিহাদ, সিয়ার, মাগাজি, কিতালু আহলির রিদ্দাহ, কিতালু আহলিল বাগি ইত্যাদি শিরোনামে জিহাদের প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা বলে দিয়েছেন, যেন মুজাহিদগণের মাসআলার প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

চ. কাযি ও বিচারকগণ মুজাহিদদের মাঝে সংঘটিত সকল

বিবাদ-বিসম্বাদের সুরাহা করে দিয়েছেন। গনিমত, গোলাম-বাঁদি ও বিজিত ভূমি মুসলিম উমারা, উলামা ও কাযিগণের সুষ্ঠু তত্বাবধানে বণ্টিত হয়েছে।

ছ. যারা জিহাদে সরাসরি অংশ নিতে পারেননি, তারা নিজেদের সম্পদ দিয়ে অন্য মুসলমানদের জিহাদে পাঠিয়ে জিহাদে অংশ নিয়েছেন।

জ. উলামায়ে কেরাম সাধারণ মুসলমানদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এজন্য প্রতি বছরই কাফের ভূমিতে মুসলিম সেনাবাহিনি হামলা করতেন আর নতুন নতুন এলাকা বিজয় করতেন। কোথাও কখনও হামলা হলে নিজেদের জান-মাল উৎস্বর্গ করে মুসলমানগণ তা প্রতিহত করতেন। এজন্য তখন এমন হয়নি যে, কোন মুসলিম ভূখণ্ড কাফেররা দখল করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ঝ. মুজাহিদগণ জিহাদে যাওয়ার পর থেকে নামাযান্তে মসজিদে মসজিদে তাদের জন্য দোয়া হতো। তাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দিতেন।

ঞ. জিহাদ থেকে ফেরার পর মুজাহিদদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ইস্তেকবাল করা হতো এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা হতো।

এ ছিল আইম্মায়ে আরবাআর যামানার উলামা-মাশায়েখ ও তাদের জিহাদ প্রেমের অবস্থা। পক্ষান্তরে আমাদের বর্তমান হযরতওয়ালাদের অবস্থা হল:

- নামাযে পর্যন্ত তারা জিহাদের আয়াতগুলোর তিলাওয়াত শুনতে নারাজ। এতে না'কি তাদের খুশু-খুজু নষ্ট হয়। যদি কেউ তাদের সামনে সঠিক জিহাদের আলোচনা তোলেন, তাহলে তাদের অবস্থা হয়ে যায়:

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

"তারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির ন্যায়।"- মুহাম্মাদ ২০

- জিহাদের আয়াত ও হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সে

সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল তো পরের কথা কথা; তাফসির, হাদিস বা ফিকহের পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে দেখতেও তারা নারাজ। আর দু'চার পৃষ্ঠা উল্টালেও সঠিকভাবে বুঝতে চান না। উল্টো বুঝেন। আল্লাহ রক্ষা করুন, অবস্থা যেন আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন:

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

"তারা ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাকেই পছন্দ করে নিয়েছে এবং তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।"- তাওবা ৮৭

কিন্তু ফতোয়াবাজি করার সময় এমন ভাব দেখান, এসব ব্যাপারে যেন তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকটি। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

"যখন তারা কথা বলবে, (বাকপটুতার কারণে) তুমি তাদের কথা শুনতেও চাইবে।"- মুনাফিকুন ৪

- গা বাঁচিয়ে যে শুধু খানকাহে পড়ে থাকেন তাই না, নিজেদের সাধু প্রমাণ করতে জিহাদ হারাম ফতোয়া দিতেও লজ্জা বোধ করেন না। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা বলতো:

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ

“যদি (শরয়ী) যুদ্ধ বলে জানতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুরসণ করতাম।”- আলে ইমরান ১৬৭

- মুজাহিদদের আলোচনা আসলে অতি জযবাতি, দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ, সন্ত্রাসী, ফাসাদি, অপরিণামদর্শী, খাহেশপূজারি ইত্যাদি গালিগালাজ মুখে ফেনা আসা পর্যন্ত করতে থাকেন। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা মুজাহিদদের ব্যাপারে বলতো:

غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

“এদের ধর্ম এদের বিভ্রান্ত করেছে।”- আনফাল ৪৯

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

“এরা যদি আমাদের কাছে থেকে যেতো তাহলে মারাও যেতো না, (অন্যদের হাতে) মারাও পড়তো না।”- আলে ইমরান ১৫৬

لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

“এরা যদি আমাদের কথা শুনতো (এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করতো) তাহলে (অন্যদের হাতে) মারা পড়তে হতো না।”- আলে ইমরান ১৬৮

- কোন মুরীদ বা ছাত্রের মাঝে জিহাদের আভাস দেখলে তার সনদ কেটে দেন এবং খানকাহ ও মাদ্রাসা থেকে বের করে দেন। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা করতে চাইতো:

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

“আমরা মদীনায় ফিরে গেলে মর্যাদাবান লোকেরা হীনদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।”- মুনাফিকুন ৮

এ হল হযরতওয়ালাদের মোটামুটি অবস্থা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজতে রাখুন। আমীন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি হযরতওয়ালার এ আপত্তির জওয়াব পেয়ে যাবেন, "তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?"

উত্তর পরিষ্কার যে, তারা জাহান্নামীও হবে না, কবীরা গুনাহেও লিপ্ত না। কারণ, তারা সকলেই মুজাহিদ বা অন্তত জিহাদপ্রেমী ছিলেন। হযরতওয়ালাদের মতো জিহাদবিদ্বেষী ছিলেন না। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যেভাবে সম্ভব জিহাদের খেদমত করে গেছেন। অধিকন্তু যদি তারা কিছু নাও করতেন, তথাপি জাহান্নামী হতেন না বা কবীরা গুনাহ হতো না। কারণ, এখনকার মতো জিহাদ তখন ফরযে আইন ছিল না। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৩ (আবু হানিফা রহ. এর জিহাদ)

আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গ:

হযরতওয়ালা বহু জোর গলায় দাবি করেছেন যে, আইম্মায়ে আরবাআ কেউ জিহাদ করেননি। তরবারি ধরেননি। ধরতেও বলেননি। এর দ্বারা তিনি জিহাদ হারাম হওয়ার পক্ষে দলীল দিয়েছেন।

ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখেন এমন কারো কাছেই অস্পষ্ট নয় যে, হযরতওয়ালা এখানে কত মাত্রার অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। যদি ইতিহাসের কিতাবাদির দিকে একটু নজর দেন, তাহলে তিনি নিজেও লজ্জিত হবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করবো।

এর আগে প্রথমেই বলে রাখি- যেমনটা আগেও বলেছি:

- আইম্মায়ে আরবাআর যামানায় জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল। তাই তখন কেউ জিহাগে না গেলে আপত্তির কিছু নেই। এর দ্বারা ফরযে আইনের সময়েও জিহাদে না যাওয়ার কিংবা

জিহাদ হারাম সাব্যস্ত হয় না।

- দ্বিতীয়ত তখনকার সময়ে যত জিহাদ হয়েছে আইম্মায়ে আরবাআ সেগুলো সমর্থন করেছেন। হাদিস ও ফিকহ সংকলন করে জিহাদের মাসআলা মুজাহিদদের সামনে তুলে ধরেছেন। অধিকন্তু আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদ, অনুসারি ও ভক্তবৃন্দদের দ্বারাই তখনকার জিহাদগুলো হয়েছিল। এরপরও তাদেরকে জিহাদ বিরোধী দাঁড় করানো তাদের নামে অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

***

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং জিহাদ:

আশ্চর্যের বিষয় যে, হযরতওয়ালা আবু হানিফা রহ. এর মুকাল্লিদ হয়েও নিজ ইমাম সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ। অথচ সকলেরই জানা যে, জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণেই আবু হানিফা রহ. নির্যাতিত হয়েছেন এবং অবশেষে শহীদি মৃত্যু লাভ করেছেন। উমাইয়া-আব্বাসী উভয় আমলেই

জালেম শাসকের বিরুদ্ধে আবু হানিফা রহ. বিদ্রোহ করেছিলেন। এ কারণে উভয় যামানাতেই তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

জুলুম-অত্যাচার এবং আহলে বাইতের প্রতি নির্যাতনের কারণে আবু হানিফা রহ. উমাইয়াদের প্রতি নারাজ হয়ে পড়েছিলেন। এ শাসন পরিবর্তন হয়ে ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার তিনি স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে ১২১ হিজরিতে আহলে বাইতের হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি যাইনুল আবিদিন হযরত যায়দ বিন আলি রহ. গোপনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। আস্তে আস্তে তার দল ভারি হতে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে উলামা-মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান গোপনে তার হাতে বাইয়াত হতে থাকে।

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

استمر يبايع الناس في الباطن في الكوفة، على كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره بها في الباطن. اهـ

“যায়দ বিন আলী রহ. গোপনে কূফায় কুরআন সুন্নাহর উপর লোকদের থেকে বাইয়াত নিতে থাকেন। এভাবে গোপনে গোপনে সেখানে তার দল ভারি হতে থাকে।”- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৩৫৮

আবু হানিফা রহ. গোপনে যায়দ বিন আলি রহ.কে সমর্থন করেন। তার পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজে অসুস্থ থাকায় যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যায়দ বিন আলি রহ. কামিয়াব হতে পারেননি। বিপদ মূহুর্তে কূফাবাসী তাকে পরিত্যাগ করে। বর্ণিত আছে, আবু হানিফা রহ. এমনটাই আশঙ্কা করেছিলেন। তথাপি তিনি গোপনে তার পক্ষাবলম্বন করেন।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله، وكان من قوله: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يؤتمر له

فبالسيف، على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن. اهـ

“জালেম ও অত্যাচারি শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. এর অভিমত প্রসিদ্ধ। এ কারণেই আওযায়ী রহ. বলেন, ‘আবু হানিফাকে আমরা সকল বিষয়ে বরদাশত করেছি। কিন্তু যখন তিনি তরবারি তথা জালেমদের বিরুদ্ধে কিতালের পর্ব নিয়ে আসলেন, তখন আর বরদাশত করতে পারিনি’।

আবু হানিফা রহ. এর অভিমত ছিল, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার (প্রথমে) যবান দ্বারা ফরয, তাতে কাজ না হলে তরবারি দ্বারা; যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। ...

যায়দ বিন আলী রহ. এর সাথে তার ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি গোপনে তার কাছে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন এবং ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, তাকে নুসরত করা এবং তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করা আবশ্যক। তদ্রূপ, আব্দুল্লাহ বিন হাসান তনয়

মুহাম্মাদ ও ইব্রাহিমের সাথেও তার ঘটনা প্রসিদ্ধ।”-
আহাকমুল কুরআন ১/৮৭

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রহ. ও ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ রহ.-এর আলোচনা ইনশাআল্লাহ আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আলোচনায় আসবে।

১২১ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

وفيها قتل الإمام الشهيد زيد بن عليّ بن الحسين، رضي الله عنهم، بالكوفة، وكان قد بايعه خلق كثير، وحارب متولي العراق يومئذ لهشام بن عبد الملك، يوسف بن عمر الثقفي ... وكان ممن بايعه منصور بن المعتمر، ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وهلال بن خبّاب بن الأرتّ، قاضي المدائن، وابن شبرمة، ومسعر بن كدام، وغيرهم، وأرسل إليه أبو حنيفة بثلاثين ألف درهم، وحثّ النّاس على نصره، وكان مريضا. اهـ

“এ বৎসরে শহীদ ইমাম যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম *কূফায় শহীদ হন। অসংখ্য লোক তার হাতে বাইয়াত দিয়েছিল। তিনি তখনকার খলিফা হিশাম বিন

আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমার আসসাকাফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ... তার হাতে যারা বাইয়াত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন: মানসূর ইবনুল মু’তামির, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা, মাদায়িনের কাযি হিলাল ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত, ইবনু শুবরুমা, মিসআর বিন কিদাম এবং আরো অনেকে। **আবু হানিফা রহ. তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম (আর্থিক সাহায্য) পাঠান এবং তাকে নুসরত করার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন (তাই যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি)।**”- শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০

তবে আল্লাহ তাআলার ফায়াসালা ভিন্ন ছিল। যায়দ বিন আলী রহ. পরাজিত ও নিহত হন। তার পর আহলে বাইতের আরো কয়েকজন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তবে সবাই পরাজিত হন। আহলে বাইতের পক্ষাবলম্বন করায় আবু হানিফা রহ.কে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। জেলে বন্দী হন। অমানবিক প্রহারের শিকার হন। অবশেষে নির্যাতনের মুখে তিনি কূফা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানকার মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহাদের থেকে ইলম তলব ও গবেষণায় মগ্ন হন। অবশেষে

যখন আব্বাসীদের হাতে উমাইয়াদের পতন হয় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবার কূফায় ফিরে আসেন।

আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আব্বাসীদের হাতে উমাইয়াদের পতনের পর যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবু হানিফা রহ. মক্কা থেকে আবার কূফায় ফিরে আসেন। আব্বাসীরা ক্ষমতা লাভের পূর্বে আহলে বাইতের পক্ষে ছিল। অধিকন্তু তারা ছিল রাসূল বংশের লোক। তিনি ধারণা করেছিলেন, আব্বাসীরা ইনসাফ করবে। আহলে বাইতের প্রতি সুবিচার করবে। জুলুম-অত্যাচারমুক্ত শাসন করবে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর আব্বাসীরা জুলুম শুরু করে। আহলে বাইতের লোকদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকে। অমানবিক পন্থায় নির্যাতন করতে থাকে। সন্দেহজনকভাবে মুসলমানদের হত্যা করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করতে থাকে। আবু হানিফা রহ. এর ধারণা পাল্টে যায়। পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে পড়ে। আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মেঘ দানা বাঁধতে থাকে।

একসময় আহলে বাইতের দুই ভাই **মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ. (নফসে যাকিয়্যা**) এবং **ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ.** গোপনে আব্বাসী খলিফা আবু জা'ফর মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। মুহাম্মাদ রহ. মদীনায় এবং ইব্রাহিম রহ. বসরায় লোকদের থেকে বাইয়াত নেন। প্রথমে নফসে যাকিয়্যা রহ. মদীনায় বিদ্রোহ করেন। ইমাম মালেক রহ. তার হাতে বাইয়াত হওয়ার ফতোয়া দেন (যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ)। তবে তিনি কামিয়াব হতে পারেননি। ১৪৫ হিজরিতে তিনি পরাজিত ও শহীদ হন।

নফসে যাকিয়্যা রহ. শহীদ হওয়ার পর তার ভাই ইব্রাহিম রহ. বসরায় মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাইয়াত নেন। গোপনে গোপনে তার দল যথেষ্ট ভারি হতে থাকে। সৈন্য সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে যায়। আবু হানিফা রহ. কূফায় ছিলেন। তিনি ইব্রাহিম রহ.কে সমর্থন করেন। তার পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য গোপনে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। অবশ্য শেষে তিনিও কামিয়াব হতে পারেননি। পরাজিত ও শহীদ হন। খলিফা

মানসূর বিভিন্নভাবে আন্দাজ করতে পারে যে, আবু হানিফা তার বিরোধী। ফলে তার উপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে। অবশেষে নির্যাতনের মুখেই তিনি শহীদ হন।

ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

وكان خرج مع إبراهيم كثير من القرّاء، والعلماء، منهم: هشيم، وأبو خالد الأحمر [3] وعيسى بن يونس، وعبّاد بن العوّام، ويزيد بن هارون، وأبو حنيفة، وكان يجاهر في أمره، ويحثّ النّاس على الخروج معه، كما كان مالك يحثّ النّاس على الخروج مع أخيه محمّد.

وقال أبو إسحاق الفزاريّ لأبي حنيفة: ما اتّقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع إبراهيم فقتل، فقال: إنه كما لو قتل يوم بدر. اهـ

"ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষ হয়ে অনেক মাশায়েখ ও আলেম-উলামা বিদ্রোহ করেছিলেন। যেমন: হুশাইম, আবু খালেদ আলআহমার, ঈসা বিন ইউনুস, আব্বাদ ইবুল আওয়াম, ইয়াজিদ বিন হারুন ও আবু হানিফা রহ.। আবু হানিফা রহ. প্রকাশ্যেই তার পক্ষ নিয়েছিলেন। তার সাথে মিলে বিদ্রোহ করার জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন, যেমন ইমাম মালেক রহ. তার ভাই মুহাম্মাদের সাথে মিলে বিদ্রোহের জন্য

লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

আবু ইসহাক ফাযারি রহ. আপত্তি করে আবু হানিফা রহ.কে বলেছিলো, ‘আপনি তো আল্লাহকে ভয় করেননি। আপনি আমার ভাইকে ইব্রাহিমের পক্ষ হয়ে বিদ্রোহে করতে উৎসাহ দিয়েছেন ফলে সে নিহত হয়েছে।’ তিনি উত্তর দেন, ‘তোমার ভাইয়ের শাহাদাত বদরের দিনে শহীদ হওয়ার মতোই মর্যাদাপূর্ণ’।”- শাজারাতুয যাহাব ২/২০৩

খতীব বাগদাদি রহ. (৪৬৩ হি.) আবু ইসহাক ফাযারি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي بالبصرة، فركبت لأنظر في تركته، فلقيت أبا حنيفة، فقال لي: من أين أقبلت؟ وأين أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة، وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم، فقال لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه، قلت: فما منعك أنت من ذاك؟ قال: لولا ودائع كانت عندي وأشياء للناس، ما استأنيت في ذلك. اهـ

“ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশধর ইব্রাহিমের সাথে বসরায় আমার ভাই নিহত হয়। আমি তার রেখে যাওয়া সম্পদ দেখার

জন্য সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে আবু হানিফার সাথে দেখা হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছে, আর কোথায় যাচ্ছে? আমি জানালাম যে, মিসসিসাহ্ থেকে এসেছি। আমার এক ভাই যে ইব্রাহিমের সাথে নিহত হয়েছে, তাকে দেখতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি যেখান থেকে এসেছো, তার চেয়ে যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে নিহত হতে তাহলে সেটাই তোমার জন্য অধিক ভাল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে এ থেকে আপনাকে কিসে বাঁধা দিল? তিনি উত্তর দিলেন, যদি আমার কাছে লোকজনের রাখা অনেকগুলো আমানত ও গচ্ছিত সম্পদ না থাকতো, তাহলে আমি এতে কোন শিথিলতা করতাম না।”- তারিখে বাগদাদ ১৫/৫১৬-৫১৭

অর্থাৎ আবু হানিফা রহ. এর কাছে অনেকের রাখা অনেক আমানতের মাল ছিল। তিনি ভয় করছিলেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হয়ে যান, তাহলে এ আমানতের মালগুলো লোকজনের হাতে পৌঁছাতে পারবেন না। এ জন্য তিনি সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেননি।

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) বলেন,

وقد روي أن المنصور سقاه السم فمات شهيداً رحمه الله؛ سمّه لقيامه مع إبراهيم. اهـ

“বর্ণিত আছে, ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষালম্বনের কারণেই খলিফা মানসূর আবু হানিফা রহ.কে বিষ প্রয়োগে শহীদ করে।”- আলইবার ফি খাবারি মান গাবার ১/১৬৪

প্রিয় পাঠক! এই হলেন আবু হানিফা রহ.। জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যিনি শহীদ হয়েছেন। আর আমাদের হযরতওয়ালার বলছেন, আবু হানিফা রহ. না'কি কোনো জিহাদ করেননি। কোনো তরবারি ধরেননি। ধরতেও বলেননি। এ যেন দিবালোকে সূর্য অস্বীকার করারই নামান্তর।

লক্ষ্যণীয়, উমাইয়া-আব্বাসী উভয় খেলাফতই কুরআন সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে

ক্ষমতার দখল ও টিকানোর স্বার্থে তারা অনেকের উপর জুলুম করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অনেক সময় অন্যায় ব্যবহার করেছে। কিন্তু শাসন সম্পূর্ণই ইসলামী ছিল। বরং সে যুগটাই তো ছিল ইসলামের স্বর্ণ যুগ। হাদিস ও ফিকহ সংকলনের কাজ তো সে যামানাতেই হয়েছে। সালাফে সালেহিন আইম্মায়ে কেরাম তো সে যুগেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও শুধু ফিসক-জুলুমের কারণে আবু হানিফা রহ. তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাহলে আজ যদি তিনি এ তাগুতি শাসন দেখতেন- যারা ইসলামকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করে কুফর গ্রহণ করেছে এবং ইসলামকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য তাদের সর্ব-সামর্থ্য ব্যয় করছে- যদি আবু হানিফা রহ. এ তাগুতি শাসন

দেখতেন, তাহলে তিনি কি করতেন? উত্তরের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু উম্মাহর বীর সন্তানরা যখন সালাফে সালেহিনের পথ ধরে জীবন বাজি রেখে আল্লাহর শরীয়তের জন্য তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন, তখন আমাদের হযরতওয়ালারা তাদের শানে খাহেশপূজারি, জযবাতি ইত্যাদি ঘৃণ্য বিশেষণ ব্যবহার করছেন। হে আল্লাহ! তোমার কাছেই সকল অভিযোগ। তুমিই তোমার দ্বীনের হিফাজতকারী।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৪ (মালেক রহ. এর জিহাদ)

ইমাম মালেক রহ. এর জিহাদ

আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, নফসে যাকিয়্যাহ মুহাম্মাদ রহ. মদীনায় এবং তার ভাই ইব্রাহিম রহ. বসরায় খলিফা মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইব্রাহিম রহ.কে আবু হানিফা রহ. সমর্থন করেন, সহায়তা করেন এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেন। আর মুহাম্মাদ রহ.কে ইমাম মালেক রহ. সমর্থন করেন এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেন।

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,

وقد روى ابن جرير عن الإمام مالك: أنه أفتى الناس بمبايعته، فقيل له: فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة. فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك، ولزم مالك بيته. اهـ

“ইবনে জারির (ত্ববারি) রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লোকদের মুহাম্মাদ রহ. এর হাতে বাইয়াত হতে ফতোয়া দেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের গর্দানে তো মানসূরের বাইয়াত বিদ্যমান আছে (তা ভঙ্গ করে আমরা কিভাবে মুহাম্মাদকে বাইয়াত দেবো)? তিনি উত্তর দেন, তোমাদেরকে তো (বাইয়াত দিতে) জবরদস্তি বাধ্য করা হয়েছিল। আর যাকে জবরদস্তি বাধ্য করা হয় (শরয়ী দৃষ্টিকোণ

থেকে) তার বাইয়াত কার্যকর হয় না। মালেক রহ. এর ফতোয়ার কারণে তখন লোকজন তার হাতে বাইয়াত দেয়। আর মালেক রহ. আপন গৃহে বসে পড়েন (এবং বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে দেন)।"- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৮৭

কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪হি.) দারাওয়ারদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

أفتى الناس عند قيام محمد بن عبد الله بن حسن العلوي المسمى بالمهدي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزم لأنها على الإكراه. اهـ

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান- যিনি মাহদি উপাধী ধারণ করেছিলেন- তিনি যখন বিদ্রোহ করেন, তখন মালেক রহ. ফতোয়া দেন যে, আবু জা'ফর (মানসূর)- এর বাইয়াত মেনে চলা আবশ্যক নয়। কেননা, তা জবরদস্তি গ্রহণ করা হয়েছিল।"- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৪

ইমাম মালেক রহ. এর উক্ত ফতোয়ার কথা কতক হিংসুক

লোক মদীনায় মানসূরের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তৎকালীন গভর্নর জা'ফর বিন সুলাইমানের কাছে পৌঁছায়। এতে জা'ফর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং মালেক রহ.কে অমানবিক নির্যাতন করে। ফলে মালেক রহ. আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়েন। এ পঙ্গু অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেন। বলা হয়, নির্যাতনের পর মালেক রহ. আর কখনোও বাহিরে যেতেন না। মসজিদে জামাতে শরীক হতেন না। জুমআতেও যেতেন না। কারণ, বেত্রাঘাতের কারণে তার অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, বেশিক্ষণ অজু ধরে রাখতে পারতেন না। বলা হয়, এজন্যই তিনি জুমআয় ও জামাতে শরীক হতেন না।

কাজি ইয়াজ রহ. মুনযির রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, বনী মাখযুমের এক ব্যক্তি মালেক রহ. এর ফতোয়ার ব্যাপারে জা'ফর বিন সুলাইমানের কাছে নালিশ করেছিল। এরপর জা'ফর তা মানসূরকে পত্র মারফত অবগত করে। মানসূর মালেক রহ.কে প্রহার করার আদেশ দেয়। **কাজি ইয়াজ রহ. বর্ণনা করেন,**

فكتب بذلك جعفر إلى الخليفة فكتب إليه: أن اجلده. فجلده ومد يده بين العقابين فلذلك كان لا يأتي المسجد لإنزال ريح تخرج من موضع الكتف. اهـ

“জা’ফর এ ব্যাপারে খলিফার কাছে পত্র লিখে। খলিফা উত্তর পাঠায়, ‘মালেককে প্রহার কর’। এতে জা’ফর তাকে বেত্রাঘাত করে। দু’টি পিলারের মাঝখানে তার হাত টানা দেয়া হয়। এ কারণেই তিনি মসজিদে যেতেন না। কারণ, কাঁধের দিক থেকে বায়ু বের হতো।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৬

কাজি ইয়াজ রহ. ওয়াকিদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

فغضب جعفر ودعا به فاحتج عليه فما رفع إليه. ثم جره ومده فضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه وفي رواية عنه ومدت يداه حتى انخلع كتفاه وكذلك اختلف على مصعب الزبيري. وقال الحنيني بقي مالك بعد الضرب مطابق اليدين لا يستطيع أن يدفعهما وارتكب منه أمر عظيم فو الله لمالك بعد ذلك الضرب في رفعة في الناس وعلو وإعظام حتى كأنما كانت تلك الأسواط حلياً حلي بها. اهـ

“নালিশ শুনে জা’ফর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। মালেক রহ.কে ডেকে দরবারে হাজির করায়। উত্থাপিত নালিশের ভিত্তিতে

তাকে অভিযুক্ত করে। এরপর তাকে নিয়ে টানা-হেঁচরা করে। সটান করে টানা দেয়। তারপর চাবুক দ্বারা বেত্রাঘাত করে। তার এক হাত এত সজোরে টানা হয় যে, কাঁধ আপন জায়গা থেকে সরে পড়ে। তার থেকে অন্য বর্ণনায় আছে, উভয় হাত ধরে সজোরে টানা হয় ফলে উভয় কাঁধ আপন স্থান থেকে সরে পড়ে। ... হুনাইনি রহ. বলেন, এরপর থেকে মালেক রহ. এর উভয় হাত পঙ্গু হয়ে পড়ে। হাত নাড়ানোর সামর্থ্য তার ছিল না। তার সাথে নিদারুন অমানবিক আচরণ করা হয়। আল্লাহর কসম! এ নির্যাতনের পর থেকে লোকজনের নিকট মালেকের সম্মান ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। যেন ঐসব চাবুক কতগুলো অলংকার ছিল আর তিনি সেগুলো পরিধান করে সুসজ্জিত হয়েছেন।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩০-১৩১

মুতাররিফ রহ. বলেন,

فرأيت آثار السياط في ظهره قد شرحته تشريحاً ... خلعوا كتفيه حتى كان ما يستطيع أن يسوي رداءه.اهـ

“মালেক রহ. এর পৃষ্ঠে আমি চাবুকের চিহ্ন দেখেছি। আঘাতে পৃষ্ঠে গভীর ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ... তারা তার কাঁধ আপন

স্থান থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। এমনকি তিনি তার চাদরও সোজা করতে পারতেন না।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৩

কাজি ইয়াজ রহ. আরো বর্ণনা করেন,

لما ضرب مالك رحمه الله تعالى ونيل منه حمل مغشياً عليه فدخل الناس عليه فأفاق فقال: أشهدكم إني جعلت ضاربي في حل. اهـ

“মালেক রহ.কে যখন বেত্রাঘাত ও নির্যাতন করা হল, তখন বেহুঁশ অবস্থায় তাকে বহন করে আনা হল। এরপর লোকজন তার ঘরে প্রবেশ করল। তখন তিনি হুঁশে আসেন। হুঁশে এসে বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্যি রাখছি যে, আমি আমার বেত্রাঘাতকারীকে মাফ করে দিয়েছি।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩২

উল্লেখ্য, বেত্রাঘাতকারী মুসলামান ছিল তাই তাকে মাফ করে দিয়েছেন। আর আমাদের বর্তমান তাগুতগুলো মুরতাদ। এদেরকে মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে থাকতে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মুমিনদের উপর (চড়াও হয়ে তাদের মূলোৎপাটন করার) কোন রাস্তা রাখবেন না।"- নিসা: ১৪১

নির্যাতিত হওয়ার পর মালেক রহ. বলেছিলেন,

ولقد ضرب فيما ضربت فيه محمد بن المنكدر وربيعة وابن المسيب ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر. اهـ

"যে পথে আমি প্রহৃত হয়েছি, সে পথে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, রবিআ ও ইবনুল মুসায়্যিব প্রহৃত হয়েছেন। এ পথে যার উপর কোনো নির্যাতন আসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩২, ছাপা: আলমাগরিব

সুবহানাল্লাহ! লক্ষ করুন, **"এ পথে যার উপর কোনো নির্যাতন আসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"** দ্বীনের জন্য যার উপর নির্যাতন আসে না, জেল-জরিমানা, বন্দী বা রিমান্ডের শিকার হয় না: তিনি বলছেন, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। হতে পারেন তিনি অনেক বড় হযরতওয়ালা, কিন্তু মালেক রহ.

এর দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কোথায় মালেক আর কোথায় আমরা! আজ যদি কোন আলেম বা কোনো মুজাহিদ দ্বীনের কারণে, জিহাদের কারণে গ্রেফতার হন, রিমান্ডে যান বা ফাঁসি দেয়া হয়, তাহলে বলা হয়: সে অতি জযবাতি ছিল, ভাসা ভাসা বুঝের ছিল- গভীর বুঝ ছিল না, মাসলাহাত বুঝতো না, হেকমত জানতো না, বেশি বুঝে ফেলেছিল, বড়দের সাথে বেয়াদবির ফল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বিশেষণ। ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে এদের মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আর যারা বড় বড় হযরতওয়ালা বা বড় বড় মুদীর, আমীন, মুরুব্বী ও শাইখুল হাদিস হয়ে বসে আছেন কিন্তু দ্বীনের পথে একটা ফুলের টোকাও তাদের শরীরে পড়েনি: ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে তাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই। হে আল্লাহ আমাদের হেফাজত কর। তোমার দ্বীনের জন্য কবুল কর। আমীন।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৫ (ইমাম শাফিয়ী রহ. এর জিহাদ)

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর জিহাদ

যুদ্ধবিদ্যা ইমাম শাফিয়ী রহ. এর অন্যতম শখের বিষয় ছিল। ছোট বেলা থেকেই এটি তার প্রিয় বিষয় ছিল। এজন্য তিনি একজন বিশিষ্ট তীরন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার মুজাহিদে পরিণত হন। **তিনি বলেন,**

ولدت بعسقلان، فلما أتى عليّ سنتان حملتني أمي إلى مكة، وكانت نَهْمتي في شيئين: في الرّمي، وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشَرة عشرة. اهـ

“আমার জন্ম আসকালানে। দু’ বছর বয়সে আমার মা আমাকে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। আমার শখ ছিল দু’টি বিষয়: ১. তীরন্দাজি; ২. ইলম অন্বেষণ। তীরন্দাজিতে আমি এমনই পারদর্শীতা অর্জন করেছি যে, দশটিতে দশটিই টার্গেটে গিয়ে বিঁধতো।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৭-১২৮

অন্য বর্ণনায় আছে যে তিনি বলেন,

تمنيت من الدنيا شيئين: العلم والرمي. فأما الرّمي فإني كنت أصيب من عشرة عشرة. اهـ

"দুনিয়াতে আমার আকাঙ্খার বস্তু ছিল দু'টি: ইলম ও তীরন্দাজি। তীরন্দাজিতে আমি এমনই পারদর্শীতা অর্জন করেছি যে, দশটিতে দশটিই টার্গেটে গিয়ে বিঁধতো।"- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৮

অন্য বর্ণনায় বলেন,

كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. اهـ

"আমি তীরন্দাজি নিয়ে পড়ে থাকতাম। এমনকি ডাক্তার আমাকে বলতো, 'তুমি রোদ্রে যেভাবে পড়ে থাক, আমার ভয় হচ্ছে যে, তুমি যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে।"- তারিখে বাগদাদ ২/৩৯২

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ রবি বিন সুলাইমান রহ. বলেন,

كان الشافعي أفرس خلق الله وأشجعه، وكان يأخذ بأذنه وأذن الفرس، والفرس يعدو، فيثب على ظهره وهو يعدو. اهـ

“শাফিয়ী রহ. অতুলনীয় ঘোড় সওয়ার এবং নেহায়েত বীর বাহাদুর ছিলেন। (এমনকি) তিনি এক হাতে নিজের কান আরেক হাতে ঘোড়ার কান ধরে ঘোড়া দৌড়াতে পারতেন। ঘোড়া প্রবল বেগে দৌড়তে থাকতো। ঘোড়া দৌড়তো আর তিনি ঘোড়ার পিঠে লাফাতে থাকতেন।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৯

তার আরেক শাগরেদ ইমাম মুযানী রহ. বলেন,

كان الشافعي يسميني القطامي الرامي، ووضع «كتاب السبق والرمي» بسببي، وأملاه عليّ. اهـ

“শাফিয়ী রহ. আমাকে তীরন্দাজ কাতামি নামে ডাকতেন। আমার জন্যই তিনি كتاب السبق والرمي (ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা ও তীরন্দাজির বিধি বিধান) কিতাবটি লেখেন এবং ইমলা করিয়ে আমাকে তা লিখিয়ে দেন।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৯

ইমলা বলা হয়: উস্তাদ বসে মুখস্থ বলবেন আর শাগরেদরা লিখবে। আগের যুগে এভাবেই পাঠ দেয়া হতো।

লক্ষণীয়, তীরন্দাজি শাফিয়ী রহ. এর কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তার প্রিয় শাগরেদ মুযানী রহ.কে তীরন্দাজ বলে ডাকতেন। সম্ভবত তিনি দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। পাশাপাশি শাগরেদের জন্য তিনি তীরন্দাজি ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার বিধিবিধান সম্বলিত একটা কিতাবই রচনা করেছেন এবং ইমলা করিয়ে শাগরেদকে তা লিখিয়েও দিয়েছেন।

শাফিয়ী রহ. এর মূল ব্যস্ততা যদিও ইলম নিয়ে ছিল, তথাপি তিনি আল্লাহর রাস্তায় রিবাত তথা ইসলামী সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

তার বিশিষ্ট শাগরেদ রবি বিন সুলাইমান রহ. বলেন,

خرجت مع محمد بن إدريس الشافعي من الفسطاط إلى الإسكندرية مرابطا، وكان يصلي الصلوات الخمس في المسجد الجامع، ثم يسير إلى المَحْرَس فيستقبل البحر بوجهه جالساُ يقرأ القرآن في

الليل والنهار حتى أُحصيت عليه ستين ختمة في شهر رمضان.
اهـ

“মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফিয়ী রহ. এর সাথে একবার ফুসতাত থেকে ইস্কানদারিয়ায় রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরায় বের হলাম। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তিনি জামে মসজিদে পড়তেন। এরপর পাহারার স্থানে চলে যেতেন। সমূদ্রের দিকে মুখ করে বসে পড়তেন। বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। দিন-রাত সর্বক্ষণ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। এমনকি আমি রমজান মাসে হিসেব করে দেখিছি যে, তিনি ষাট খতম করেছেন।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১৫৮

সীমান্ত অঞ্চল, যেদিক দিয়ে কাফেরদের আক্রমণের আশঙ্খা থাকে, সেখানে গিয়ে পাহারাদারি করাকে রিবাত বলে।

হাদিসে এসেছে,

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

“একদিন রিবাতের দায়িত্ব পালন করা দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।”- সহীহ বুখারি ২৮৯২

অন্য হাদিসে এসেছে,

« رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان»

“এক দিন ও এক রাত রিবাতের দায়িত্ব পালন করা এক মাসের নামায ও রোযা থেকেও উত্তম। যদি রিবাতরত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে যেসকল নেক আমল করতো, সেগুলো তার নামে জারি থাকবে (তথা সেগুলোর সওয়াব পেতে থাকবে)। তার রিযিক জারি হয়ে যাবে এবং কবরে আযাবের ফিরিশতার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।”- সহীহ মুসলিম ১৯১৩

রিবাতের এত ফজিলতের কারণেই বড় বড় উলামায়ে কেরাম সীমান্ত অঞ্চলে চলে যেতেন রিবাতের জন্য। অনেকে সপরিবারে গিয়ে বসবাস করতেন। উদ্দেশ্য থাকতো সীমান্ত পাহারা। বর্ণনা থেকে বুঝা গেল, ইমাম শাফিয়ী রহ. সুযোগ মতো রিবাতে চলে যেতেন। পাহারা দিতেন আর ইবাদাত

বন্দেগী করতেন। কারণ, ঘরে বসে যিকির আযকার, তিলাওয়াত ও ইবাদাত বন্দেগী করলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে, ময়দানে গিয়ে করলে তার শত-হাজারো গুণ বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের হযরতওয়ালারা বুঝেছেন উল্টো।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৬ (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (২৪১ হি.) এর জিহাদ)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (২৪১ হি.) এর জিহাদ

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর জিহাদের স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করেছেন। **তিনি বলেন,**

من جهاده

قال عبد الله بن محمود بن الفرج: سمعت عبد الله بن أحمد

يقول: خرج أبي إلى طرسوس، ورابط بها، وغزا ... وعن أحمد، أنه قال لرجل: عليك بالثغر، عليك بقزوين، وكانت ثغرا. اهـ

“**ইমাম আহমাদ রহ. এর জিহাদ:**

আব্দুল্লাহ ইবনু মাহমূদ ইবনুল ফারাজ বলেন, আমি আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন, ‘আমার পিতা (সীমান্ত এলাকা) ত্বরাসূসে গিয়েছেন। সেখানে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন’। ... আহমাদ রহ. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছেন, ‘তুমি সীমান্তে চলে যাও। কাযবিনে চলে যাও’। কাযবিন তখন সীমান্ত এলাকা ছিল।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা **১১/৩৩১**

যাহাবি রহ. আরো বর্ণনা করেন,

قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا. اهـ

“আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা ত্বরাসূস গিয়ে পায়ে হেঁটে।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা **১১/২২১**

আরো বর্ণনা করেন,

وعن أحمد، قال: ... كنا خرجنا إلى طرسوس على أرجلنا. اهـ

“আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা ত্বরাসূস গিয়েছিলাম পায়ে হেঁটে।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১১/৩০৮

যাহাবি রহ. এর বর্ণনা থেকে বুঝা গেল,

ক. আহমাদ রহ. পায়ে হেঁটে সীমান্তে গিয়েছেন।

খ. সীমান্তে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন তথা সীমান্ত পাহারা দিয়েছেন।

গ. যুদ্ধও করেছেন।

ঘ. অন্যদেরকে সীমান্ত পাহারায় উদ্ধুদ্ধ করেছেন।

সীমান্তবাসী মুজাহিদিনে কেরাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। অনেক সময় তারা আহমাদ রহ. এর

তরফ থেকে গোলা ছোঁড়তেন। আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দান করতেন। **যেমন এক বর্ণনায় এসেছে,**

قدم رجل من طرسوس، فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل، رفعوا أصواتهم بالدعاء، ادعوا لأبي عبد الله، وكنا نمد المنجنيق، ونرمي عن أبي عبد الله. ولقد رمي عنه بحجر، والعلج على الحصن متترس بدرقة، فذهب برأسه وبالدرقة. اهـ

"এক লোক ত্বরাসূস থেকে আসল। বলল, আমরা রোমে যুদ্ধে ছিলাম। যখন নিঝুম রাত হল দোয়ায় সকলে জোরো জোরো বলতে লাগল, সকলে আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল)- এর জন্য দোয়া কর। আমরা অনেক সময় ক্ষেপণাস্ত্র ফিট করে আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল) এর তরফ থেকে ছোঁড়তাম। একবার তার তরফ থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হল। শত্রু সৈন্যটি দূর্গের উপর ছিল। একটি ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করছিল। পাথরটি সৈন্যটির ঢালসহ মাথা গুঁড়িয়ে দিল।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২১০

অনেক সময় সীমান্তবাসী মুজাহিদিনে কেরাম বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করে আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর কাছে চিঠি

পাঠাতেন। তিনিও প্রতিউত্তর লিখে চিঠি পাঠাতেন। যেমন, একবার তারা এক বিদআতি লোকের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠান। **আহমাদ রহ. বলেন,**

كتب إلي أهل الثغر يسألوني عن أمره، فكتبت إليهم، فأخبرتهم بمذهبه وما أحدث، وأمرتهم أن لا يجالسوه. اهـ

"সীমান্তবাসীরা আমার কাছে এ লোকের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। আমি তার মাযহাব-মতাদর্শ ও তার আবিষ্কৃত বিদআত সম্পর্কে তাদের অবগত করিয়ে প্রতিউত্তর পাঠাই এবং তাদের আদেশ দিই, যেন তারা তার সাথে উঠাবসা না করে।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা **১১/২১১**

আহমাদ বিন হাম্বল রহ. জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করতেন এবং জিহাদের কথা স্বরণ হলে কাঁদতেন। **ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,**

قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من أصحابه، قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له أمر العدو؟

فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء. اهـ

“আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল রহ.) বলেন, ‘ফরযের পর আমার জানা মতে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই’।
আহমাদ রহ. এর অনেক শাগরেদ তার থেকে এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। আসরাম রহ. বলেন, আহমাদ রহ. বলেছেন, ‘জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর চেয়ে উত্তম কোন নেক আমল আছে বলে আমার জানা নেই’।

ফজল বিন যিয়াদ রহ. বলেন, ‘একবার শত্রুর (তথা কাফেরদের) আলোচনা উঠল। আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ রহ.) কাঁদতে লাগলেন এবং আমি শুনেছি যে, তিনি বলতে লাগলেন, ‘জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই’। অন্য কেউ

কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘শত্রুর মোকাবেলার চেয়ে উত্তম কিছু নেই’।”- আলমুগনি ৯/১৯৯

আহমাদ রহ. এর কাছে জিহাদ এতই প্রিয় ছিল যে, খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ- যিনি খালকে কুরআনকে সমর্থন না করায় আহমাদ রহ.কে নিদারুণ ও নির্মম নির্যাতন করেছেন- তিনি যখন বাতেনী কাফের বাবাক আলখুররামি ও তার বাহিনিকে পরাজিত করতে সক্ষম হন, তখন আহমাদ রহ. খুশি হয়ে তাকে মাফ করে দেন। **ইমাম যাহাবি রহ. আহমাদ বিন সিনান রহ. থেকে বর্ণনা করেন,**

بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك، وظفر به، أو في فتح عمورية، فقال: هو في حل من ضربي. اهـ

“আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মু'তাসিম বিল্লাহ যেদিন বাবাকের রাজধানী বিজয় করেন এবং বাবাককে পাকড়াও করতে সক্ষম হন কিংবা যখন তিনি আমুরিয়া বিজয় করেন, তখন আহমাদ রহ. তাকে মাফ করে দেন এবং বলেন, ‘আমি তাকে আমার প্রহারের অপরাধ মাফ করে দিলাম।”- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২৫৭-২৫৮

মু’তাসিম বিল্লাহ আহমাদ রহ.কে কতটুকু নির্মম নির্যাতন করেছিল তা সকলের জানা। আড়াই বছর পর্যন্ত জেলে ভরে রেখেছেন। তাকে এমনও শিকল পরানো হতো যে, শিকলের ভারেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। খালি গায়ে দু’ হাত দুই দিকে টানা দিয়ে বেঁধে মু’তাসিম বিল্লাহর সামনে হাজির করা হল ইমাম আহমাদ রহ.কে। মু’তাসিম বিল্লাহ বললেন, আহমাদ! আমার কথায় সাড়া দাও, কুরআন মাখলূক মেনে নাও, আমি নিজ হাতে তোমার শিকল খুলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আহমাদ রহ. জওয়াব দিলেন, আমীরুল মু’মিনীন! আপনার মতের পক্ষে কোনো একটা আয়াত বা একটা হাদিস যদি পারেন দেখান। মু’তাসিম বিল্লাহ ভড়কে গেল। কিন্তু দরবারি মোল্লারা বুঝাল, আমীরুল মু’মিনীন! এ লোকটা কাফের হয়ে গেছে। একে হত্যা করুন। মু’তাসিম জল্লাদকে আদেশ দিল, একে চাবুক মারো। চাবুক শুরু হল। একেকটা আঘাত এমন ছিল যেন, মৃত্যু প্রতিক্ষা করছে। মু’তাসিম বিল্লাহ আবারও প্রস্তাব দিলেন, আহমাদ! আমার কথায় সাড়া দাও, কুরআন মাখলূক মেনে নাও, আমি নিজ হাতে তোমার শিকল খুলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আহমাদ রহ. আগের মতোই জওয়াব দিলেন, আমীরুল মু’মিনীন! আপনার মতের পক্ষে কোনো একটা আয়াত বা

একটা হাদিস যদি পারেন দেখান। মু'তাসিম আবারও জল্লাদকে আদেশ দিল। আবারও চাবুক শুরু হল। আহমাদ রহ. জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ চাবুক বন্ধ রইল। কিছুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরল, আবার শুরু হল চাবুক। আবারও তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আবার হুঁশে আসলেন। আবার শুরু হল। এভাবেই আহমাদ রহ.কে নির্যাতন করতো মু'তাসিম বিল্লাহ। কিন্তু যিন্দিক বাবাক আলখুররামি- যাকে বিশ বছর যাবৎ পরাজিত করা যাচ্ছিল না- তার বিরুদ্ধে যখন তিনি জয় লাভ করলেন, আহমাদ রহ. তাকে ক্ষমা করে দিলেন। জিহাদকে তিনি এমনই ভালবাসতেন।

ইমাম আহমাদ রহ. যদিও জালেম খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, কিন্তু আহলে সুন্নাহর বিশিষ্ট ইমাম আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. যখন মু'তাসিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহীদ হন, তখন তিন তার প্রশংসা করেন।

২৩১ হিজরির আলোচনায় ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن، ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها. اهـ

"এ বছরের শা'বান মাসে গোপনে আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর হাতে বাইয়াত সংঘটিত হয়। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সুলতানের বিদআত, খালকে কুরআনের দিকে দাওয়াত এবং তার উমারা ও ঘনিষ্টজনদের পাপাচারসহ আরো বিভিন্ন কারণে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এ বাইয়াত সংঘটিত হয়।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/৩৩৬

কিন্তু তিনি কামিয়াব হতে পারেননি। সুলতানের হাতে বন্দী হন এবং শহীদ হন। **একদিন আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর সামনে তার আলোচনা উঠলে তিনি তার প্রতি আপ্লুত হয়ে বলেন,**

رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه له. اهـ

“আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর জন্য আপন প্রাণ বিলিয়ে দিতে তিনি কতই না অগ্রগামী ছিলেন। তার জন্য তিনি আপন প্রাণ উৎস্বর্গ করে গেছেন।”- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/৩৩৬

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইনশাআল্লাহ যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. একজন প্রকৃত মুজাহিদ ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বীনের পথে স্বশরীরে জিহাদ করেছেন। অন্যদের উৎসাহিত করেছেন। জিহাদকে ভালবেসেছেন। জিহাদে খুশি হয়েছেন। জিহাদকে সকল আমলের চেয়ে উত্তম মনে করেছেন।

***

শেষকথা

আইম্মায়ে আরবাআরা ব্যাপারে এ হল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আশাকরি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই পরিষ্কার যে, তাদের সকলেই মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের পথে জীবন দিয়েছেন।

নির্যাতিত হয়েছেন। শহীদ হয়েছেন। আমাদের জিহাদে তারাই আমাদের অনুসরণীয়। মুজাহিদিনে কেরাম যা করছেন তাদেরই অনুসরণে করছেন। তাদের দিয়ে যাওয়া ফতোয়ার ভিত্তিতেই করছেন। কিন্তু হায়! এমনসব লোকই আমাদের নেতৃত্বের আসনে বসে গেছেন, যারা নিজেদেরকে আইম্মায়ে আরবাআর অনুসারি বলে দাবি তো করেন, কিন্তু তাদের সীরতের ব্যাপারে কোন ধারণাই তারা রাখেন না। তাদের রেখে যাওয়া আদর্শের ব্যাপারেও তারা বেখবর। যে পথে তারা জীবন দিয়ে গেছেন, সে পথকেই তারা অস্বীকার করছেন। কোনো দিন তারা সে পথে চলেননি বলেও দাবি করছেন। বরং সে পথকে অস্বীকার করতে তাদেরকেই দলীল হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন। কত বড় অজ্ঞতা! কত বড় জাহালত! নয়তো কত বড় ইফতিরা! কত বড় বুহতান! কত সাংঘাতিক অপবাদ।

***

ফাওয়ায়েদ

আইম্মায়ে আরবাআর সীরত থেকে আমাদের বেশ কিছু

সমকালীন মাসআলার সমাধান পাওয়া যাবে। আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

- আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ.সহ তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঐ সকল উলামায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে দ্বীন, যারা নিজ নিজ যামানার জালেম শাকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গেছেন, তাদের সকলের মতেই জালেম শাসক- কাফের না হলেও- তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয। অতএব, জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে যে ইজমার কথা বলা হয় তা সঠিক নয়। বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, পরবর্তী উলামায়ে কেরাম বিদ্রোহ না করার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।

- যিন্দিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জরুরী। এতে কোনো দ্বিমত নেই। এজন্যই যিন্দিক বাবাক আলখুররামির বিরুদ্ধে জিহাদ ও বিজয়ে আহমাদ রহ. যারপরনাই খুশি হয়েছেন।

- জিহাদ ফরয বা সহীহ হওয়ার জন্য ইসলাহে নফস আবশ্যক নয়। আমরা দেখেছি, আবু হানিফা, মালেক ও আহমাদ রহ.কে যারা নির্যাতন করেছে, তারাই কাফের

মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। আইম্মায়ে কেরাম সেগুলো সমর্থন করেছেন বরং উৎসাহিত করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব শাসক ফাসেক ও জালেম ছিল। এতদসত্বেও আইম্মায়ে কেরাম তাদের সাথে মিলে কাফের-মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং তাদের জিহাদগুলোকে সমর্থন করেছেন। বুঝা গেল, ইসলাহে নফস জিহাদের জন্য শর্ত নয়- যেমন নামায রোযার জন্য শর্ত নয়।

- জিহাদের জন্য গোপনে বাইয়াত হওয়া এবং বাইয়াত গোপন রাখা জায়েয। যেমন, নফসে যাকিয়্যা রহ. ও তার ভাই ইব্রাহিম রহ. এর বাইয়াত গোপনে হয়েছিল। আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. গোপনে গোপনেই ফতোয়া দিয়েছিলেন। তদ্রূপ, আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর বাইয়াতও গোপনেই হয়েছিল।

- জিহাদের পক্ষে গোপনে গোপনে ফতোয়া দেয়া জায়েয। যেমন ইমাম মালেক রহ. ও আবু হানিফা রহ. দিয়েছিলেন।

- জিহাদের জন্য গোপনে গোপনে আর্থিক সহায়তা দেয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যায়দ বিন আলী রহ.কে

গোপনে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন।

- জিহাদের পক্ষে থেকে নির্যাতিত হওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. নির্যাতিত হয়েছেন।

- জিহাদের অপরাধে জেলে যাওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. জেলে গিয়েছেন।

- জিহাদের জন্য শহীদ হওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. ও আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. শহীদ হয়েছেন।

- জিহাদের জন্য ট্রেনিং নেয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ট্রেনিং নিয়েছেন।

- আল্লাহর রাস্তায় রিবাত তথা পাহারাদারি করা জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ও আহমাদ রহ. রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

- আল্লাহর রাস্তায় স্বশরীরে যুদ্ধ করা জায়েয, যেমন আহমাদ রহ. যুদ্ধ করেছেন।

- অন্যকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা জায়েয। যেমন, আব হানিফা রহ. মানসূরের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আহমাদ রহ. এক ব্যক্তিকে সীমান্তে গিয়ে পাহারাদারি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

- জিহাদের কথা স্বরণ হলে কাঁদা জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. কেঁদেছেন।

- শহীদের প্রশংসা করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. আবু ইসহাক ফাযারির ভাইয়ের প্রশংসা করেছেন। আহমাদ রহ. আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর প্রশংসা করেছেন।

- মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাদের প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল ও জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয়া জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. সীমান্তবাসীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চিঠি লিখেছেন। মালেক রহ.কে মানসূরের বাইয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা মানা আবশ্যক নয় বলে জওয়াব দিয়েছেন।

- মুজাহিদদের বিজয়ে খুশি হওয়া জায়েয (যদিও মুজাহিদরা বা তাদের আমীর ফাসেক হয়)। যেমন, বাবাকের বিরুদ্ধে মু'তাসিমের বিজয়ে আহমাদ রহ. খুশি হয়েছেন, অথচ মু'তাসিম ফাসেক ছিল। তার বাহিনির বহু মুজাহিদিই ফাসেক ছিল।

- জিহাদের জন্য পায়ে হেঁটে চলাও জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. পায়ে হেঁটে ত্বরাতূস গিয়েছেন।

- বড় আলেম বরং সবচেয়ে বড় আলেমদের জন্যও জিহাদ জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরবাআর সকলেই যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।

- শাগরেদকেও জিহাদের ময়দানে নিয়ে যাওয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. তার শাগরেদ রবি বিন সুলাইমানকে নিয়ে ইস্কান্দারিয়ায় রিবাতে গিয়েছেন।

- শাগরেদের জন্যও উস্তাদের সাথে জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, রবি বিন সুলাইমান আপন উস্তাদ শাফিয়ি রহ. এর সাথে রিবাতে গিয়েছেন।

- ছোট বেলা থেকেই জিহাদের ট্রেনিং নেয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ছোট বেলা থেকেই জিহাদের ট্রেনিং নিতেন।

- যুবক বয়সে জিহাদ করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফতোয়া দিয়েছেন, তখন তার বয়স ৪১ বছর।

- বৃদ্ধ বয়সেও জিহাদ করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন আব্বাসীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন, তখন তার বয়স ৬৭ বছর।

- জিহাদের জন্য যুবক বয়সেও নির্যাতিত হওয়া জায়েয, বৃদ্ধ বয়সেও জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন উমাইয়াদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তখন তিনি যুবক আর যখন আব্বাসীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তখন তিনি বৃদ্ধ।

- উলূমে হাদিসে মাহের হলেও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরবাআ সকলেই (বিশেষত ইমাম আহমাদ রহ.) উলূমে হাদিসে মাহের ছিলেন।

- ফিকহে মাহের হলেও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরআবা সকলেই ফিকহে মাহের ছিলেন (বিশেষত আবু হানিফা রহ.)।

- হাদিসের উস্তাদদের জন্যও জিহাদে যাওয়া জায়েয। মেযন, মালেক রহ. ও আহমাদ রহ. উভয়ই নিয়মতান্ত্রিক হাদিসের দরস দিতেন।

- জাস্টিস তথা বিচারকদের জন্যও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. এক সময় জাস্টিস ছিলেন।

***

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.